



36883 - মুযদালফিার পথে ও মুযদালফিাতে যবে ভুলগুলো হয়ে থাকে

প্রশ্ন

মুযদালফিার উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথে আমাদেরকে কী কী ত্রুটি থেকে বাঁচতে থাকার উপদশে দবিনে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলনে: আরাফার ময়দান থেকে মুযদালফিায় আসার ক্ষত্রে যবে ভুলগুলো ঘটতে থাকে এগুলোর মধ্যবে রয়েছে:

এক:

আরাফা থেকে মুযদালফিাতে আসার সময় হাজীসাহবেগণ একে অপরের সাথে ধাক্কাধাক্কি করা। অতি দ্রুত চলা; যার ফলে কখনও কখনও গাড়ীর সাথে একসডিন্ট হয়। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরাফার ময়দান থেকে ধীরস্থিরে রওয়ানা হয়েছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রওয়ানা হওয়ার পর তাঁর উটনী ‘কাসওয়া’ এর লাগাম টেনে ধরে তাঁর সম্মানতি হাত দিয়ে বলছেন: ওহে ভাইসব! ধীরে চলুন, ধীরে চলুন। তবে তা সত্ত্বেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন খালি জায়গা পেয়েছেন দ্রুত চলছেন। যখন কোন টলি পার হতনে তখন উটরে লাগাম ঢলি করে দতিনে, যাত করে উটনীটা উপরে উঠতে পারে। অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চলার ক্ষত্রে পরিস্থিতি বিবেচনায় রাখতনে। কনিতু, যখন বিষয়টা এমন হবে যবে, জরুরে চলা উত্তম; নাকি আস্তে চলা; সক্ষেত্রে আস্তে চলাই উত্তম।

দুই:

কছু কছু মানুষ মুযদালফিাতে না পৌঁছেই অবস্থান গ্রহণ করনে। বিশেষতঃ যারা হটে হটে যান তারা। হটে হটে তারা কলান্ত-শ্রান্ত হয়ে অক্ষম হয়ে পড়নে। যার ফলে তারা মুযদালফিাতে পৌঁছার আগই অবস্থান গ্রহণ করনে। ফজরের নামায আদায় করা পর্যান্ত তারা সখোনে থেকে যান। এরপর তারা সখোনে থেকে মীনার উদ্দেশ্যে গমন করনে। যবে ব্যক্তি এমনটা করছে তার মুযদালফিাতে রাত্রি যাপন ছুটে গেছে। এটা খুবই জঘন্য বিষয়। কারণ মুযদালফিাতে রাত্রি যাপন কোন কোন আলমেরে মতে, হজ্জেরে একটা রুকন। জমহুর আলমেরে মতে, এটা হজ্জেরে একটা ওয়াজবি। আর কোন কোন আলমেরে মতে, এটা সুন্নত। সঠিক অভিমত হচ্ছে- এটা ওয়াজবি এবং হাজীসাহবেরে কর্তব্য হচ্ছে- মুযদালফিাতে রাত্রি যাপন করা এবং



শরীয়তপ্রণতো যবে নরিদ্ষিট সময়েরে আগে মুযদালফিা ত্যাগ করার অনুমতি দিয়েনসি সে সময়েরে আগে মুযদালফিা ত্যাগ না করা।
অচরিইই সে আলোচনা আসবে।

তনি:

কছি কছি মানুষ মুযদালফিাতে পটৌছার আগে পথমিধ্যবে সাধারণ অবস্থার মত মাগরিবি ও এশার নামায আদায় করে ফলেনে; এটা সুননতরে বরখলোফ। কনেনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন পথমিধ্যবে নামলনে এবং প্রস্রাব করে ওযু করলনে তখন উসামা বনি যায়দে (রাঃ) বললনে: ইয়া রাসূলুল্লাহ? তখন তনি বললনে: নামায সামনে।”[সহিহি বুখারী (১৬৬৯) ও সহিহি মুসলমি (১২৮০)] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এভাবেই থাকলনে। মুযদালফিাতে পটৌছে তনি নামায আদায় করলনে। এশার নামাযেরে ওয়াক্ত প্রবশে করার পর তনি মুযদালফিাতে পটৌছেলনে। তনি মাগরিবি ও এশার নামায জময়ে-তাখরি (বলিম্বে একত্রীকরণ) করে আদায় করছেলনে।

চার:

কছি কছি মানুষ এশার নামাযেরে ওয়াক্ত পার হয়ে গেলেও মুযদালফিাতে না পটৌছার কারণে মাগরিবি-এশার নামায আদায় করনে না। এটা জায়যে নয়; বরং হারাম ও কবরি গুনাহ। কারণ কুরআন-হাদসিরে দললিরে ভিত্তিতে, নামাযকে তার নরিদ্ষিট সময় থেকে বলিম্বে আদায় করা হারাম। আল্লাহ তাআলা বলনে: “নরিধারতি সময়েরে নামায আদায় করা মুমনিদেরে উপর অবশ্য কর্তব্য।”[সূরা নসিা, আয়াত: ১০৩] নামাযেরে এ সময়সীমা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করছেলনে। আল্লাহ তাআলা বলনে: “যবে ব্যক্তি আল্লাহর সীমারখো লঙ্ঘন করে সে নিজেরে উপর অত্যাচার করে।”[সূরা ত্বালাক, আয়াত: ১] আল্লাহ তাআলা আরও বলনে: “আর যারা আল্লাহর সীমারখো লঙ্ঘন করে তারাই যালমি।”[সূরা বাক্বারা, আয়াত: ২২৯] অতএব, হাজীসাহবে যদি এই আশংকা করনে যবে, মুযদালফিাতে পটৌছার আগেই এশার নামাযেরে ওয়াক্ত শেষে হয়ে যাবে সক্ষেতেরে তাঁর উপর আবশ্যিক হচ্ছ- নামায আদায় করে নয়ো। এমনকি মুযদালফিাতে না পটৌছলেও; তনি যবে অবস্থায় আছনে সে অবস্থাতই নামায আদায় করে নবিনে। যদি তনি পদব্রজী হন তাহলে দাঁড়িয়ে কয়াম ও রুক-সজিদাসহ নামায আদায় করে নবিনে। আর যদি আরোহী হন এবং নামা সম্ভবপর না হয় তাহলে গাড়ীতে থেকে হলেও নামায আদায় করে নবিনে। এর দললি হচ্ছ আল্লাহ তাআলার বাণী: “তোমরা আল্লাহকে সাধ্যানুযায়ী ভয় কর।”[সূরা তাগাবুন, আয়াত: ১৬] যদিও গাড়ী থেকে নামতনে না পারার সম্ভাবনাটা একবোরই দূরবর্তী। কারণ প্রত্যকে মানুষই রাস্তার ডানপার্শ্বে বা বামপার্শ্বে নামে নামায পড়তে পারনে।

মোটেকথা: কারো জন্ম মাগরিবি ও এশার নামায আদায়েরে এত বলিম্বে করা জায়যে হবে না যাত করে এশার ওয়াক্ত শেষে হয়ে যায়- এই যুক্তিতে যবে, তনি সুন্নাহর অনুসরণ করতে চান এবং মুযদালফিাতে না পটৌছে নামায পড়বেন না। কনেনা এত দরৌ করাটা সুন্নাহর বরখলোফ। যহেতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দরৌ করছেলনে ঠিকি; তবে তনি ওয়াক্তেরে মধ্যবে



নামায আদায় করছেন।

পাঁচ:

কিছু কিছু হাজীসাহবে ফজররে নামাযরে ওয়াক্ত হওয়ার আগই নামায পড়ে ফেলেনে। নামায পড়ই তারা রওয়ানা হয়ে যান। এটা মারাত্মক ভুল। কারণ ওয়াক্ত হওয়ার আগে নামায আদায় করলে নামায কবুল হবে না। বরং তা হারাম কাজ। কেননা সটে আল্লাহর সীমারখোর লঙ্ঘন। যহেতে নামাযরে ওয়াক্ত নরিধারতি। শরয়িত ওয়াক্তরে শুরু ও শেষে নরিধারণ করে দয়িছে। অতএব, কারো জন্য ওয়াক্ত হওয়ার আগে নামায আদায় করা জায়যে নয়।

এ কারণে হাজীসাহবেরে উপর আবশ্যক হল এ বিষয়ে সাবধান থাকা এবং ফজররে ওয়াক্ত হওয়া নশ্চতি হওয়ার পর বা প্রবল ধারণা হওয়ার পর ফজররে নামায আদায় করা। এটা ঠকি য়ে, মুযদালফিতে ফজররে নামায আগে আগে আদায় করা বাঞ্ছনীয়। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগে আগে আদায় করছেন। কনিতু এর অর্থ এ নয় য়ে, ওয়াক্ত হওয়ার আগে নামায পড়া হবে। সুতরাং এ ব্যাপারে হাজীসাহবেগণ সতর্ক থাকুন।

ছয়:

কিছু কিছু হাজীসাহবে মুযদালফিতে কিছুমাত্র সময়ও অবস্থান না করে মুযদালফি ত্যাগ করেনে। আপনি দেখবেনে, তিনি চলার মধ্যই আছেন এবং অতক্রিম করে যাচ্ছনে; থামছেন না। তিনি বলেনে: অতক্রিম করে যাওয়াই তো যথেষ্ট। এটা মহা ভুল। কারণ অতক্রিম করা যথেষ্ট নয়। বরং সুন্নাহ্ প্রমাণ করে য়ে, হাজীসাহবে মুযদালফিতে ফজররে নামায পড়া পর্যন্ত অবস্থান করবেনে। এরপর আল-মাশআরুল হারামরে নকিটে অবস্থান করে খুব ফরসা হওয়া (খুব ফরসা হওয়া দ্বারা উদ্দেশ্যে হচ্ছ- সূর্যদেয়রে পূর্বে দিনরে আলো ছড়িয়ে পড়া) পর্যন্ত আল্লাহর কাছে দোয়া করবেনে। এরপর মীনার উদ্দেশ্যে মুযদালফি ত্যাগ করবেনে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পরবিাররে মধ্যে যারা শারীরকিভাবে দুর্বল ছিলনে তাদেরকে রাত থাকতই মুযদালফি ত্যাগ করার অনুমতি দয়িছেনে। আসমা বনিতে আবু বকর (রাঃ) চন্দ্র অস্ত যাওয়ার অপক্ষেয় থাকতনে। চন্দ্র অস্ত গলে তিনি মুযদালফি হতে মীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হতনে।

(ওজরগরসতদরে) আগে চলে যাওয়ার সময়টা চন্দ্র অস্ত যাওয়ার সাথে নরিদষ্টি করা বাঞ্ছনীয়। কেননা এটা একজন সাহাবীর আমল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পরবিাররে যারা দুর্বল ছিলনে তাদেরকে রাত মুযদালফি ত্যাগ করার অনুমতি দয়িছেনে; কনিতু রাতরে কখন তারা মুযদালফি ত্যাগ করবে সটো তিনি স্পষ্ট করনেনি। এ সাহাবীর এ আমল সৈ অস্পষ্টতাকে স্পষ্ট করে দিচ্ছৈ। তাই দুর্বল ও অন্য যাদরে জন্য মানুষরে ভড়িে গমন করা কষ্টকর তাদের মুযদালফি ত্যাগ করার জন্য এ সময়টকিে তথা চন্দ্র অস্ত যাওয়াকে নরিদষ্টি করা বাঞ্ছনীয়। মাসরে ১০ তারখি রাতরে চন্দ্র নশ্চতিভাবে মধ্যরাতরে পরই অস্ত যাবে এবং তখন রাতরে প্রায় দুই তৃতীয়াংশ কটে যাবে।



সাত:

কিছু কিছু মানুষ মুযদালফিার রাত নামায আদায়, কুরআন তলোওয়াত ও যকিরিরে মাধ্যমে কাটায়। এটি সুন্নাহ বরিওধী। কনেনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ রাততে এ ধরণরে কনেন ইবাদত করনেনি। বরং সহহি মুসলমিতে জাবরে (রাঃ) থেকে বরণতি হাদসিতে এসছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এশার নামায আদায় করার পর ফজর হওয়া পর্যন্ত বশিরাম করছেন। ফজর হওয়ার পর তিনি ফজররে নামায আদায় করছেন। এ হাদসি প্রমাণ করে যে, ঐ রাততে কনেন তাহাজ্জুদরে নামায, ইবাদত বন্দগৌ, তাসবহি, যকিরি-আযকার বা কুরআন তলোওয়াত নহে।

আট:

কিছু কিছু হাজীসাহবে সূর্যদেয় পর্যন্ত মুযদালফিতে অবস্থান করনে এবং মুযদালফিতে ইশরাকরে নামায আদায় করনে; এরপর রওয়ানা হন। এটিও ভুল। কনেনা তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে আদর্শরে খলোফ এবং মুশরকিদরে আদর্শরে মতোবকে। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুযদালফি থেকে আকাশ ভালভাবে ফর্সা হওয়ার পর সূর্যদেয়রে আগহে রওয়ানা হয়ছেন। আর মুশরকিরো সূর্যদেয় পর্যন্ত অপক্শা করত।

অতএব, যে ব্যক্তি সূর্যদেয় পর্যন্ত সময় আল্লাহর ইবাদত হিসেবে অপক্শা করবে সটো মুশরকিদরে সাথে সাদৃশ্য হয়ে যাবে এবং সাইয়্যদুল মুরসালনি এর সুন্নতরে খলোফ হবে।